দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 MAR 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 7

086

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রমজানের ছুটি

।। ১ ।।

বেশ কিছুদিন যাবৎ অনেক ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে বলাবলি হচ্ছে যে,সেশনজট নিরসন কল্পে এবারের রমজানের ছুটি নাকি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হ্রাস করার চিন্তাভাবনা করছেন। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের মনে হয় সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা উপকৃত হবে। তবে এখনও পর্যন্ত আমরা তার সুস্পষ্ট ঘোষণা পাইনি।

আমি ১৯৮৩ সালে এইচ, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ (অনার্স) ভর্তি হই। বর্তমানে আমি ৩য় বর্ষে অধ্যয়নরত। উল্লেখ্য যে, প্রায় একবছর পূর্ব হতে আমাদের ৩য় বর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে। জানিনা, '৮৮ সালের মধ্যেও অনার্স পাস করতে পারবে কিনা। আমাদের এ করুণ অবস্থার প্রধান কারণ সরকার কর্তৃক খেয়াল খুশীমত অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া। আমি শুধুমাত্র ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের একটা নমুনা তুলে ধরছি। যেমন গত ১৫ই জুলাই থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭৩ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছিল। তারপর মাঝে একটা মাস অর্থাৎ অক্টোবর মাসটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যথারীতি ক্লাস হয়েছিল। আবার সরকারের প্রত্যক্ষ নির্দেশে গত ২৭শে নভেম্বর থেকে এ বছরের ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত ৫০ দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছিল। নভেম্বরের ১লা থেকে ২৬শে নভেম্বর পর্যন্ত ক্লাস হয়নি বললেই চলে।

১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে আগামী ১৪ই এপ্রিল থেকে ২৪শে মে পর্যন্ত দীর্ঘদিন রমজানের ছুটি উপলক্ষে ক্লাসসমূহ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে আমাদের কথা-রমজানের ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগীয় অফিস থেকে শুরু করে সব অফিসে স্বাভাবিকভাবে যখন কাজকর্ম চলে, এমনকি উক্ত বন্ধের মধ্যেও পরীক্ষার মত একটা কঠিন বিষয়ও যথারীতি অনুষ্ঠিত হবার ব্যবস্থা আছে বা হয়ে থাকে তখন আমাদের মনে হয় রমজানের ছুটি হ্রাস করে শুধুমাত্র পবিত্র ঈদের জন্য ১০ দিনের ছুটির ব্যবস্থা করে বাকী ৩০দিন ক্লাস হলে সেশন জট নিরসনে সহায়ক হবে। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ প্রস্তাবটি সহৃদয়তার সাথে বিবেচনা করে দেখবেন।

সনজিৎ কুমার দত্ত (খোকন)
শ্রেণীপ্রতিনিধি
৩য় বর্ষ (সম্মান) হিসাব বিজ্ঞান
৫৯/ই, জগন্নাথ হল, ঢাঃ বিঃ।

CLASS—I.V—EMPLOYEE